গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ২য় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ।
সভার তারিখঃ ২৯ মার্চ, ২০২১।
সময়ঃ বিকাল ০৩ ঘটিকা।
স্থানঃ মহাপরিদর্শকের সভাকক্ষ, শ্রম ভবন (১১ তলা), ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেনে এবং সকলকে সক্রিয়ভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসানকে তথ্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

ক্রঃনং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
১।	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা।	ক) প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্পের প্রারম্ভিক মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ ও প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৭১২.৫৭ লক্ষ (সাতচল্লিশ কোটি বার লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা। প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হিসেবে চারটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীপুর জেলায় ৪১০টি আরএমজি কারখানা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলা ২৪৬টি আরএমজি কারখানা ও সমগ্র বাংলাদেশে ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানা এবং ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়েছিল এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত ১০টি EOI থেকে ০৭ (সাত) টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে গত ০৭ মার্চ,	ক) প্রক্রিয়াধীন ০১ (এক) টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্রুত নির্বাচন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।

চলমান পাতা-২

		২০২১ তারিখে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। আগামী ০৫ এপ্রিল, ২০২১ RFP উন্মুক্তকরণ করা হবে এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসারে প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পাদনের পর Delegation of Financial Power অনুযায়ী প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলে সভার সকল সদস্য একমত পোষন করেন।		
		খ) প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানার মধ্যে ৯০টি, ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানার মধ্যে ১০৬টি ও গাজীপুর জেলায় ৪১০টি আরএমজি কারখানার মধ্যে ৩২টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ মোট ১১০১টি কারখানার মধ্যে ২২৮টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ভৌত অগ্রগতি ২০.৭%। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের উপপ্রধান জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ভৌত অগ্রগতি কেন কম তা প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান। এছাড়া অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব জনাব আনিসুর রহমান উক্ত অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতির টার্গেট কত ছিল এবং কতভাগ অর্জিত হতে পারে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রারম্ভিক বরাদ্দ ছিল মাত্র ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকা ও আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ পাওয়া যায় ১৩ (তের) কোটি টাকা যা সমগ্র প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ২৭.৫%। সে অনুযায়ী উক্ত অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্র ধরা হয়েছিল ৪০%। বরাদ্দ কম থাকায় উক্ত অর্থ বছরে সম্ভাব্য ৩৫% অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে বলে সভাকে জানান। এছাড়া প্রকল্পটি চলমান অবস্থায় তদারকির জন্য অত্র অধিদপ্তরের ২৩ জন উপমহাপরিদর্শক পরিদর্শন সূচি অনুমোদন ও রিপোর্ট প্রদান করছেন। পরিদর্শন কালে প্রতিটি কারখানায় অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ কারখানায় প্রবেশসহ প্রশাসনিক সহযোগীতা করছেন। এছাড়া মহাপদির্শক মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞান সম্পন্ন ০৩ জন প্রকৌশলী ও বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক Bangladesh National Building Code (BNBC, 2020) অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন। সভাপতি মহোদয় ২৩ জেলায় BNBC, 2020 অনুযায়ী কারখানা সেফটি সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিদর্শন হয় কিনা এ বিষয়ে জানতে চান। সহকারী প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী জনাব আব্দুল মুমিন সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানান যে, অত্র দপ্তরের পরিদর্শকগণ যে চেকলিস্ট অনুযায়ী বর্তমানে পরিদর্শন করছেন সেখানে BNBC, 2020 এর আলোকে সেফটি সংক্রান্ত Question অনেক কম। কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের জিজ্ঞাসা যুগোপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয় বলে সহকারী প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি মহোদয় BNBC,	খ) Bangladesh National Building Code (BNBC, 2020) অনুযায়ী কারখানার সেফটি সংক্রান্ত বিষয়াদি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।

চলমান পাতা-৩

		2020 অনুযায়ী কারখানার সেফটি সংক্রান্ত বিষয়াদি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করার উচিৎ মর্মে মতামত প্রদান করলে সভার সকল সদস্য একমত পোষন করেন। গ) প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত অর্থ বছরে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ১৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৩৪.২৫ লক্ষ (ছয় কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অবমুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৫০৩.৪৬ লক্ষ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৭%। এছাড়া Covid-19 মহামারি ও এডিপি বরাদ্দ কম থাকায় সেমিনার আয়োজন, বইপত্র ক্রয়, অডিও ভিডিও তৈরী ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে উক্ত ক্রয় আগামী অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি মহোদয় এ বছরে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ অবশ্যই খরচ করতে হবে বলে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।	গ) উক্ত অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।
২।	ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ কম থাকায় ও একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন থাকায় জুন, ২০২১ এর মধ্যে সম্ভাব্য ৬৮৫টি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হবে। সভাপতি মহোদয় অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে তা জানতে চাইলে পকল্প পরিচালক জানান যে, ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হবে। তবে Covid-19 মহামারির কারণে আগামী অর্থ বছরে এডিপিতে অবশিষ্ট অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই মর্মে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। অর্থ বিভাগের উপসচিব জনাব আনিসুর রহমান এবিষয়ে একমত পোষন করেন। আইএমইডির প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক জনাব বশির আহমেদ জানান যে, আইএমইডির Log Frame অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠাতে হবে। সভার সকল সদস্য প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ একবছর বাড়ানো যায় মর্মে মতামত প্রদান করেন।	প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ একবছর বাড়ানো যায় এবং সে লক্ষ্যে আইএমইডির Log Frame অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।
৩।	উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানা বন্ধ সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬৫৬টি আরএমজি, ২৯৮টি প্লাস্টিক ও ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১টি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার কথা। অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের হালনাগাত তথ্য অনুযায়ী Covid-19 মহামারি এর ভায়াবহ প্রভাব ও অন্যান্য আর্থিক কারণে ১১০১টি কারখানার মধ্যে প্রায় ৩৮৫টি কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে যার মধ্যে ৩০০টি কারখানা আরএমজি। হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী নতুনভাবে প্রায় ১০০টি আরএমজি কারখানা ও ৯০টি প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানা গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠা নতুন কারখানাগুলো বিবেচনায় নিলেও উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৮২% এর বেশি উন্নিত হওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন প্রকল্প পরিচালককে জিজ্ঞাসা করেনে যে, আরএমজি কারখানার বাহিরে নতুনভাবে গড়ে উঠা প্লাষ্টিক, কেমিক্যাল, লেদারসহ	অনুমোদিত ডিপিপি ও পরিকল্পনা বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী সমধর্মী নতুনভাবে গড়ে উঠা কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্টে বিবেচনায় নিতে হবে ও বন্ধ কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট	প্রকল্প পরিচলক।

চলমান পাতা-৪

		অন্যান্য করাখানা অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Terms of Reference (TOR) আলাদা ও অ্যাসেমেন্টের ধরণ ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধন করেও ভৌত অগ্রগতি ৮০% এর বেশি সম্ভব নয়। ডিপিপি সংশোধন না করে তিনি প্রস্তাব করেন যে, পরিকল্পনা বিভাগকর্তৃক জারিকৃত সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি অনুচ্ছেদ ২.২ অনুযায়ী যেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, অর্থায়নের ধরন ও উৎস, প্রকল্প এলাকা, পরামর্শক ও আইটেমের ধরণ অপরিবর্তিত থাকবে সুতরাং অনুমোদিত ডিপিপি ও পরিকল্পনা বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী সমধর্মী নতুনভাবে গড়ে উঠা কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্টে বিবেচনায় নেয়া যায় ও বন্ধ কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট হতে বাদ দেয়া যায়। আইএমইডি প্রতিনিধি সহকারি পরিচালক জনাব বশির আহমেদ প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষন করেন এবং মতামত প্রদান করেন যে, কারখানা খোলা বন্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বর্তমান খোলা কারখানা ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ভৌত অগ্রগতি এ ক্ষেত্রে কম অর্জিত হলেও এটা বাস্তব প্রেক্ষাপট। অর্থ বিভাগের উপসচিব জনাব আনিসুর রহমান প্রকল্প পরিচালককে জিজ্ঞাসা করেন যে, কারখানা কম অ্যাসেসমেন্ট হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কম বিল পাবেন কিনা। সভাপতি মহোদয় এ প্রসঙ্গে উপসচিবকে জানান যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যয় অবশ্যই হ্রাস পাবে। প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাবের সাথে সকল সদস্যগণ একমত পোষন করেন।	হতে বাদ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যয় হ্রাস করতে হবে।	
৪।	Privet Initiative কর্তৃক আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি লটে গাজীপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় মোট ৬৫৬ টি আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার কথা। উক্ত কারখানার মধ্যে প্রায় ১৩০টি কারখানা Privet Initiative (Accord, Alliance etc.) এর মধ্যেমে সম্পন্ন হয়েছে বলে কারখানার মালিকগণ মৌখিকভাবে অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহকে জানিয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করা প্রয়োজন কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে সভাপতি মহোদয় ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে মর্মে মতামত প্রদান করলে সকল সদস্য একমত পোষন করেন।	ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।
৫।	উক্ত অর্থবছরে (২০২০-২১) অতিরিক্ত বরাদ্দ সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে এডিপিতে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬৩৪.২৫ লক্ষ (ছয় কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ৫০৩.৪৬ লক্ষ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৩৬টি কারখানার বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং ৯২ টি কারখানার বিল আগামী মাসে পরিশোধ করা হবে। এছাড়া এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আরও সম্ভাব্য ২৬৫টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। সামগ্রিক আর্থিক বিশ্লেষণে এ	এ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচলক।

চলমান পাতা-৫

		বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত দিলে সকল সদস্য একমত পোষন করেন।		

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

02.08.2021

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ও
সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার
কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প

স্মারক নম্বর- ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০১.২০- ৯২৭ | তারিখঃ ১৮ চৈত্র ১৪২৮ / ০১ এপ্রিল, ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব মুহম্মদ আনিসুর রহমান, উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপসচিব, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ।
৩। জনাব মোঃ হানিফ উদ্দীন, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জনাবা মোছাঃ মাজেদা ইয়াসমিন, এনএসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। জনাবা তানজিলা খনম, পরিচালক, নিয়ন্ত্রন-২, রাজউক, ঢাক।
৭। জনাব বশির আহমেদ, সহকারি পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮। জনাব আব্দুল মুমিন, সহকারি প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

07/04/2021

(ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান)
প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড
গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল
কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ
ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প।